76

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 16 MAR 1998 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে বিরোধের জের

স্থাপত্য বিভাগের ১৫ শিক্ষকের একযোগে পদত্যাগ

কাগজ প্রতিবেদক : প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) স্থাপত্য অনুষদে ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধের জের হিসেবে স্থাপত্য বিভাগের ১৫ জন শিক্ষক গতকাল রোববার একযোগে পদত্যাগ করেছেন। বুয়েটের উপাচার্য প্রফেসর ইকবাল মাহমুদ তাদের পদত্যাগপত্র পেয়েছেন বলে স্বীকার করেছেন।

যে ১৫ জন শিক্ষক গতকাল পদত্যাগ করেছেন তারা হচ্ছেন শামসুল ওয়ারেস, ফুয়াদ হাসান মল্লিক, আহসান উল্লাহ মজুমদার, শাহেদা রহমান, শায়ের গফুর, ড. মাহবুবুর রহমান, মোঃ ফয়েজ উল্লাহ, মামুন রশীদ, ফরিদা নিলুফার, বায়েজীদ ইসলাম চৌধুরী, শারমিন গণি, মুস্তাফা খালিদ, খন্দকার সাব্বির আহমেদ, এস এম নাজমুল ইমাম ও জয়নাব ফারুকী আলী। গতকাল বিকেলে একটি অভিন্ন পদত্যাগপত্রে এরা সবাই সই করে উপাচার্যের হাতে জমা দেন। উপাচার্য তাদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন। তবে এদের পদত্যাগ কার্যকরী হবে কিনা সে ব্যাপারে কিছু জানা যায়নি। ● এরপর–পৃষ্ঠা ২

বুয়েট—পদত্যাগ

● প্রথম পাতার পর

জানা গেছে, স্থাপত্য বিভাগের ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে গত ১০ মার্চ শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বুয়েট উপাচার্য ও স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকদের একটি বৈঠক হয়। ঐ বৈঠকে কয়েকটি বিষয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সমঝোতা অনুযায়ী স্থাপত্য বিভাগে ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য সভা অনুষ্ঠানের ২/৩ দিনের মধ্যেই একটি কমিটি গঠনের কথা ছিল, এছাড়া স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে গৃহীত যাবতীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও প্রত্যাহার করার কথা ছিল। কিন্তু মন্ত্রীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত ঐ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বুয়েট কর্তৃপক্ষের অনীহা এবং ভর্তি পরীক্ষার ব্যাপারে কোনো সুরাহা না হওয়ায় স্থাপত্য বিভাগের ঐ ১৫ জন শিক্ষক গতকাল পদত্যাগ করেন। বিভাগীয় প্রধান খালেদা রশিদও আজ পদত্যাগ করবেন বলে ছাত্রদের জানিয়েছেন।

পদত্যাগকারী শিক্ষকরা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান, বুয়েট কর্তৃপক্ষ স্থাপত্য শিক্ষা ও পেশার স্বাধীনতা ও মৌলিকত্ব হরণ করে এবং স্থাপত্য শিক্ষকদের প্রতি বিদ্বেষমূলক আচরণ করে এক অসহনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। এ অবস্থায় নীতিগত কারণে এবং বিবেকের প্রতি স্বচ্ছ থাকার চেষ্টায় তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়েছেন।

এদিকে ১০ মার্চ অনুষ্ঠিত বৈঠকের সিদ্ধান্তের মূল বিষয়গুলো উপেক্ষা করে একটি একপেশে তথ্যবিবরণী প্রচারের প্রতিবাদ জানিয়েছেন স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকরা। উল্লেখ্য, বুয়েট কর্তৃপক্ষ ঐ তথ্য বিবরণীটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্র প্রচার করেছে। এ অবস্থায় ঐ তথ্য বিবরণীর বক্তব্যকে অসত্য আখ্যায়িত করে স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকরা বিবৃতি দিয়েছেন।

স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকদের পদত্যাগপত্রের ব্যাপারে বুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক ইকবাল মাহমুদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, অভিন্ন একটি পদত্যাগপত্র তিনি পেয়েছেন। কিন্তু ঐ পদত্যাগপত্র বিবেচনার যোগ্য নয়, কারণ এক কাগজে অনেকের পদত্যাগ করার বিধান নেই। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা পত্রে পদত্যাগ করার নিয়ম।